

গ বিষয়মুখী প্রশ্নোত্তর

১ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কাকে বলে?

উত্তর : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হল এমন একটি শাস্ত্র যা বিভিন্ন রাষ্ট্র, গোষ্ঠী ও মানুষের সকল প্রকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।

২ আন্তর্জাতিক রাজনীতি কাকে বলে?

উত্তর : আন্তর্জাতিক রাজনীতি হল সেই বিষয় যা প্রধানত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতাকেন্দ্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিবাদ ও সংঘর্ষ নিয়ে আলোচনা করে।

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১

৩ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?

উত্তর : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টি যেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা, শত্রুতা ও মিত্রতা, সংঘর্ষ ও সমন্বয় ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়টি সেখানে মূলত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতাকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব, বিবাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে আলোচনা করে।

৪ কে. জে. হলস্টি প্রদত্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংজ্ঞাটি কী?

উত্তর : কে. জে. হলস্টির মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

৫ হার্টম্যান প্রদত্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞাটি কী?

উত্তর : হার্টম্যান-এর মতে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে যে শাস্ত্র তাকে বলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

৬ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তববাদী ধারা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বাস্তববাদী ধারা বলতে সেই ধারাকে বোঝায় যার মূল প্রতিপাদ্য হল এই যে, সর্বদেশে এবং সর্বকালে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয় ক্ষমতা অর্জন ও তার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে।

৭ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তববাদী ধারার ৪জন প্রবক্তার নাম করো।

উত্তর : ই. এইচ. কার, মরগেনথাউ, এস. বার্গার, জন স্পাইকসম্যান।

৮ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আদর্শবাদী ধারা কাকে বলে?

উত্তর : আদর্শবাদী ধারা বলতে সেই ধারাকে বোঝায় যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ ও সংঘর্ষের পরিবর্তে শান্তি ও সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

৯ আদর্শবাদী ধারার ৪জন প্রবক্তার নাম করো।

উত্তর : উড্রো উইলসন, এন. অ্যাঞ্জেল, আলফ্রেড জির্মান, এন. এম. বাটলার।

১০ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বহুত্ববাদী ধারা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বহুত্ববাদী ধারা হল সেই ধারা যা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনায় রাষ্ট্র ছাড়াও বিভিন্ন অরাষ্ট্রীয় কর্মকর্তার ভূমিকাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

১১ বহুত্ববাদী ধারার দু'জন প্রবক্তার নাম করো।

উত্তর : রবার্ট কেওহান, জোসেফ নাই।

১২ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ৪টি বিষয়বস্তুর উল্লেখ করো।

উত্তর : জাতীয় শক্তি, জাতীয় স্বার্থ, কূটনীতি, আন্তর্জাতিক আইন।

১৩ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রধান কর্মকর্তা (Actor) কে?

উত্তর : রাষ্ট্র।

১৪ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্র ছাড়া আর যেসব কর্মকর্তা রয়েছে তাদের কয়েকটি উল্লেখ করো।

উত্তর : বহুজাতিক সংস্থা, আঞ্চলিক সংস্থা, বিভিন্ন সামরিক ও অর্থনৈতিক জোট, আন্তর্জাতিক সংগঠন।

১৫ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ আলোচনার সূত্রপাত ঘটে কখন থেকে?

উত্তর : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) পর থেকে।

১৬ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করেছেন এমন দু'জন প্রাচীন লেখকের নাম করো।

উত্তর : মেনসিয়াস (Mencius) এবং কৌটিল্য।

১৭ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল বক্তব্য কী?

উত্তর : বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল প্রতিপাদ্য এই যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির মতো জটিল বিষয়কে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য পরিমিতি, যথার্থতা (precision), পরিমাণ নির্ণয়, প্রতিরূপ নির্ণয় প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো প্রয়োজন।

১৮ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ২জন প্রবক্তার নাম করো।

উত্তর : মর্টন ক্যাপলান, কার্ল ডয়েশচ।

১৯ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একটি গতিশীল শাস্ত্র বলা হয় কেন?

উত্তর : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টিকে গতিশীল বলা হয় কারণ এটি সময় ও আন্তর্জাতিক সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে নিজেকে পরিবর্তিত ও সম্প্রসারিত করে নেয়।

২০ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনুশীলনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তত্ত্বের (Inter-dependence Theory) মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় কী?

উত্তর : আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র সমূহকে, একটি একক অপর একককে প্রভাবিত করে।

২১ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তত্ত্বের ২জন প্রবক্তার নাম করো।

উত্তর : রবার্ট গিলপিন, রিচার্ড কুপার।

২২ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়া-বাস্তববাদ (Neo-Realism) বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : নয়া-বাস্তববাদ হল সেই তত্ত্ব যা মনে করে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা হল নৈরাজ্যিক (anarchic)